গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর
১ কারওয়ান বাজার (টিসিবি ভবন-৮ম তলা), ঢাকা
www.dncrp.gov.bd

স্মারক নম্বর: ২৬.০৪.০০০০.১১০.০৫.৩১২.২২- ৭০২

তারিখ: ২৪ মে ২০২৩ খ্রি.

বিষয়: বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই), বাংলাদেশ চা বোর্ড-এর বাস্তবায়িত 'ইয়োলো স্টিকি ট্র্যাপ' উদ্ভাবনী পদ্ধতি পরিদর্শন ও পরিদর্শন পরবর্তী নলেজ শেয়ারিং কর্মসূচির প্রতিবেদন

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর ক্রমিক নম্বর ২ এর ২.২.৫ অনুযায়ী দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শন করা প্রয়োজন। সে প্রেক্ষিতে গত ০৬ মে ২০২৩ তারিখ সকাল ১১:০০ টায় জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে শ্রীমঙ্গলে অবস্থিত বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই), বাংলাদেশ চা বোর্ড-এর বাস্তবায়িত 'ইয়োলো স্টিকি ট্র্যাপ' উদ্ভাবনী পদ্ধতি পরিদর্শন করা হয়। পরবর্তীতে গত ০৭ মে ২০২৩ তারিখ সকাল ৯.০০ টায় বাস্তবায়িত বর্ণিত প্রকল্পটির উপর অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের সাথে নলেজ শেয়ারিং কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। সে প্রেক্ষিতে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।

এমতাবস্থায়, বর্ণিত প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনটি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ১৮ (আঠারো) পাতা।

২৪/০৫/২০২৩

(এ. এইচ. এম. সফিকুজ্জামান)
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
ফোন: ৮১৮৯৪২৬
ই-মেইল: dg@dncrp.gov.bd

সিনিয়র সচিব
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক নম্বর: ২৬.০৪.০০০০.১১০.০৫.৩১২.২২- ৭০২

তারিখ: ২৪ মে ২০২৩ খ্রি.

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১। উপসচিব (প্রশাসন-২), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। অফিস কপি।

(আতিয়া সুলতানা)
উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ ও প্রচার)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর
১ কারওয়ান বাজার (টিসিবি ভবন-৮ম তলা), ঢাকা
www.dncrp.gov.bd

নম্বর: ২৬.০৪.০০০০.১১০.০৫.৩১২.২২.১৬২৪

তারিখঃ ০২ মে ২০২৩ খ্রি.

অফিস আদেশ

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণকে আগামী ০৬-০৮ মে ২০২৩ তারিখ ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ চা গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিটিআরআই), বাংলাদেশ চা বোর্ড এর বাস্তবায়িত 'ইয়োলো স্টিকি ট্র্যাপ' উদ্ভাবনী পদ্ধতি পরিদর্শন ও পরিদর্শন পরবর্তী অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দ্যা প্যালেস, হবিগঞ্জ এ নলেজ শেয়ারিং কার্যক্রম এবং দ্যা প্যালেস লাক্সারী রিসোর্ট এর কর্মকর্তা-কর্মচারীর সমন্বয়ে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ বিষয়ক একটি সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো:

ক্রমিক নম্বর	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	বর্তমান কর্মস্থল	মোবাইল নম্বর
০১	জনাব মোঃ ফখরুল ইসলাম, উপপরিচালক সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়	সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়	০১৩১৮-৩৯৬৯৯৭
০২	জনাব আতিয়া সুলতানা, উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ ও প্রচার)	প্রধান কার্যালয়	০১৭১১-২৭৩৮০২
০৩	জনাব মোঃ মাসুম আরেফিন, উপপরিচালক (অভিযোগ)	প্রধান কার্যালয়	০১৭১৮-২৬৬৫০১
০৪	জনাব আফরোজা রহমান, উপপরিচালক (তদন্ত)	প্রধান কার্যালয়	০১৭১২-০৬২৭৪৩
০৫	জনাব বিকাশ চন্দ্র দাস, উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	প্রধান কার্যালয়	০১৬৮৩৮০৮৪৪৭-
০৬	জনাব মুহাম্মদ হাসানুজ্জামান, সহকারী পরিচালক (অভিযোগ)	প্রধান কার্যালয়	০১৭৬৫-০০৫০০৬
০৭	জনাব মোঃ আব্দুল জব্বার মন্ডল, সহকারী পরিচালক ঢাকা জেলা কার্যালয়	ঢাকা জেলা কার্যালয়	০১৭১৪-৪৬১১৮২
০৮	জনাব রজবী নাহার রজনী, সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	প্রধান কার্যালয়	০১৬৭৪-২৮২১০৩
০৯	জনাব মো: শরীফুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক (গবেষণা)	প্রধান কার্যালয়	০১৭৪৪-৫৯২১২২
১০	জনাব মো: মাগফুর রহমান, সহকারী পরিচালক	ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়	০১৭৩৯-৬৭৩২৩৩
১১	জনাব ইন্দ্রানী রায়, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-১)	প্রধান কার্যালয়	০১৭২৪-৪৩২৬২১
১২	জনাব মোঃ শাহ আলম, সহকারী পরিচালক (প্রচার)	প্রধান কার্যালয়	০১৯১১-৮৫০৬৪৫
১৩	জনাব আসিফ আল আজাদ, সহকারী পরিচালক (তদন্ত)	প্রধান কার্যালয়	০১৯১১-২৩২৬০৪
১৪	জনাব আমিরুল ইসলাম মাসুদ, সহকারী পরিচালক	সিলেট জেলা কার্যালয়	০১৭২২-৬৫১৪১৫
১৫	জনাব জান্নাতুল ফেরদাউস, সহকারী পরিচালক (অর্থ)	প্রধান কার্যালয়	০১৭০৯-০৮৩১১৩
১৬	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক	মৌলভীবাজার জেলা কার্যালয়	০১৭৭৯-৯৮৭১০১
১৭	জনাব শ্যামল পুরকায়স্থ, সহকারী পরিচালক	সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়	০১৩১৮-৩৯৬৯২৭
১৮	জনাব মোহাম্মদ আরিফ মিয়া, সহকারী পরিচালক	সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়	০১৭৩২-২৩৭২৯৯
১৯	জনাব রিয়াদ আহমেদ, সহকারী প্রোগ্রামার	প্রধান কার্যালয়	০১৭১৯-১৯১৯২২

২। এ সফরে মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব এ.এইচ.এম.সফিকুজ্জামান এবং পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) জনাব মনজুর মোহাম্মদ শাহরিয়ার কর্মকর্তাগণের সাথে অবস্থান করে বর্ণিত কর্মসূচি তত্ত্বাবধান করবেন।

৩। এ সফরে অধিদপ্তরের ক্যামেরাম্যান জনাব মোঃ ফারুক হোসেন এবং অফিস সহায়ক জনাব মোঃ রাজা মিয়া কর্মসূচিতে সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে সফর সঙ্গী হিসেবে থাকবেন।

৪। ঢাকায় অবস্থানরত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ০৬ মে ২০২৩ তারিখ সকাল ০৬:০০ টায় ঢাকা ত্যাগ করবেন। উক্ত পরিদর্শন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ বিধি মোতাবেক ভ্রমণ সংশ্লিষ্ট ভাতা নিজ নিজ দপ্তর থেকে প্রাপ্য হবেন।

৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বাক্ষরিত/-
(এ. এইচ. এম. সফিকুজ্জামান)
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
ফোন: ৮১৮৯৪২৬
ই-মেইল: dg@dncrp.gov.bd

নম্বর: ২৬.০৪.০০০০.১১০.০৫.৩১২.২২. ১৬২৪

তারিখঃ ০২ মে ২০২৩ খ্রি.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

০১। পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)/(কার্যক্রম ও গবেষণা), জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ঢাকা।
০২। জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ জেলা।
০৩। জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজার জেলা।
০৪। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
০৫। উপপরিচালক, প্রধান কার্যালয়/ঢাকা/সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়, জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।
০৬। চীফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৭। বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রক, সিলেট।
০৮। ডিস্ট্রিক্ট একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, ঢাকা/সিলেট জেলা।
০৯। জনাব.....।
১০। সহকারী পরিচালক (অর্থ), প্রধান কার্যালয়, জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ঢাকা।
১১। সহকারী পরিচালক, হবিগঞ্জ/মৌলভীবাজার জেলা কার্যালয়, জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর (প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।
১২। মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১৩। অফিস কপি।

০২/০৫/২০২৩

(আতিয়া সুলতানা)
উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ ও প্রচার)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর
১,কারওয়ান বাজার, টিসিবি ভবন (৮ম তলা), ঢাকা
www.dncrp.gov.bd

বিষয়: বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই), বাংলাদেশ চা বোর্ড-এর বাস্তবায়িত 'ইয়োলো স্টিকি ট্র্যাপ' উদ্ভাবনী পদ্ধতি পরিদর্শন ও পরিদর্শন পরবর্তী নলেজ শেয়ারিং কর্মসূচির প্রতিবেদন

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর ক্রমিক নম্বর ২ এর ২.২.৫ অনুযায়ী দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শন করা প্রয়োজন। সে প্রেক্ষিতে ০৬ মে ২০২৩ তারিখ সকাল ১১:০০ টায় জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে শ্রীমঙ্গলে অবস্থিত বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই), বাংলাদেশ চা বোর্ড-এর বাস্তবায়িত 'ইয়োলো স্টিকি ট্র্যাপ' উদ্ভাবনী পদ্ধতি পরিদর্শন কর্মসূচি বিষয়ক একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে গত ০৭ মে ২০২৩ তারিখ সকাল ৯.০০ টায় বাস্তবায়িত বর্ণিত প্রকল্পটির উপর অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের সাথে নলেজ শেয়ারিং কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব এ. এইচ. এম. সফিকুজ্জামান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধিদপ্তরের পরিচালক জনাব মনজুর মোহাম্মদ শাহরিয়ার, ড. মো: ইসমাইল হোসেন, পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ চা গবেষণা ইন্সটিটিউট, জনাব ড. এ কে এম রফিকুল হক, পরিচালক (প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট), বাংলাদেশ চা বোর্ড এবং সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ড. মোহাম্মদ শামীম আল মামুন, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (কীটতত্ত্ব বিভাগ)।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ে উপপরিচালক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা জেলা কার্যালয়, হবিগঞ্জ জেলা কার্যালয় ও মৌলভিবাজার জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালকবৃন্দ এবং বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

অধিদপ্তরের পরিচালক জনাব মনজুর মোহাম্মদ শাহরিয়ার এর স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে কর্মসূচির কার্যক্রম শুরু হয়। সভায় সরকারি সেবাকে কিভাবে কম খরচে ও কম সময়ে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া যায় সে বিষয়ে উদ্বাবনী প্রকল্পের গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন । এছাড়াও ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইনের বিভিন্ন দিক বিশেষ করে ভোক্তা-অধিকার রক্ষায় অধিদপ্তরের কার্যক্রম বর্ণনা করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যের শেষে বলেন, জাতির পিতার স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলা; তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে সবারই সক্রিয় অংশগ্রহণের বিকল্প নাই।

অত:পর বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী প্রকল্প তথা 'ইয়োলো স্টিকি ট্র্যাপ বা আঠালো হলুদ ফাঁদ' এর উপর একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করেন, ড. মো: ইসমাইল হোসেন, পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ চা গবেষণা ইন্সটিটিউট যার মাধ্যমে আমরা বর্ণিত প্রকল্পটি সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা পাই। নিম্নে প্রকল্পটির ধাপসমূহ তুলে ধরা হলো:

অবতরণিকা

- চা বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল এবং বর্তমানে বাংলাদেশের ১৬৭টি চা বাগান ও ৮ সহস্রাধিক ক্ষুদ্রায়তন চা বাগানে চা চাষ হচ্ছে।
- জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নানাবিধ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে।
- এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ চা শিল্পের উন্নয়নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়াধীন বাংলাদেশ চা বোর্ড ও এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠানসমূহ চা বাগান সমূহের জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও গুণগতমান উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সেবা প্রদান করে আসছে।

বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক বর্তমানে প্রদত্ত সেবাসমূহে ৫টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ চালু রয়েছে...

চায়ের ক্ষতিকারক পোকামাকড়

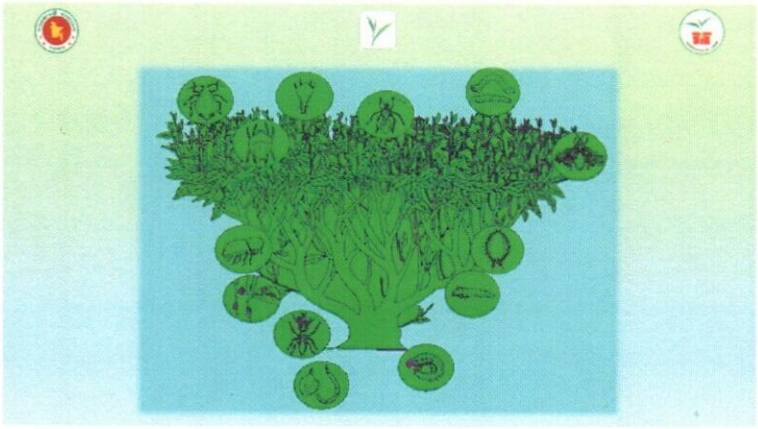

চায়ের ক্ষতিকারক পোকামাকড় এর ক্ষতির প্রকৃতি

বিদ্যমান সমস্যা

চা গাছে সাধারনত পোকা-মাকড় ও রোগবালাই আক্রমন করে থাকে যাতে প্রায় ১০-১৫% শস্য ক্ষতির কারন হয়ে থাকে। চা আবাদীতে এই ক্ষতির মোকাবিলা করার জন্য বিভিন্ন গ্রুপের রাসায়নিক কীটনাশক যেমন অর্গানোক্লোরিন, অর্গানোফসফেট, পাইরেথ্রয়েড, কার্বামেট এবং বেশকিছু অশ্রেনিবদ্ধ গ্রুপের কীটনাশক ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে চা যেহেতু একটি ভোগ্যপণ্য রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহারে মারাত্মক ঝুকি রয়েছে- যেমন উপকারী কীটপতঙ্গ, মাছ এবং মানবদেহের প্রতি সরাসরি বিষাক্ততা রয়েছে। রাসায়নিক কীটনাশক কীটপতঙ্গের প্রতিরোধক্ষমতা, মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং পরিবেশগত ও সামাজিক খরচ বৃদ্ধিতে তরান্বিত করে। অতএব, চায়ের এই অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গের সংখ্যা অর্থনৈতিক প্রান্তসীমার মধ্যে রেখে নিয়ন্ত্রণ করতে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) প্রযুক্তির ব্যবহার করা অপরিহার্য।

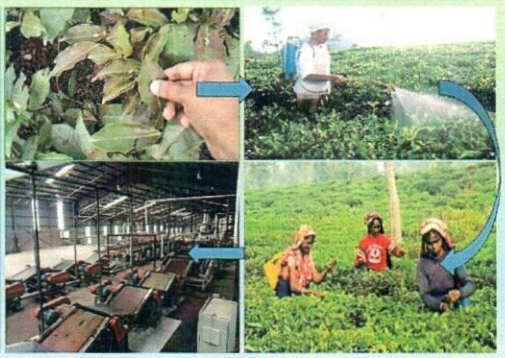

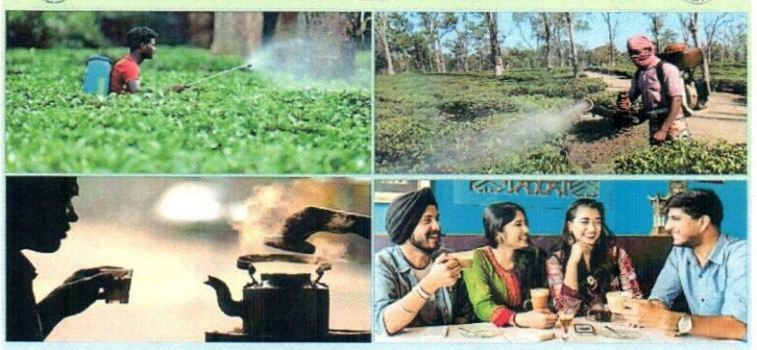

চায়ের পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ তৈরি চায়ে থেকে যাচ্ছে যা আমরা নিয়মিত পান করছি...

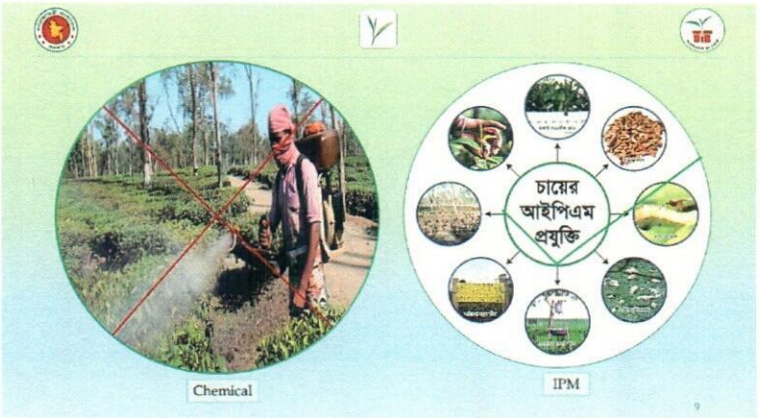

Chemical

IPM

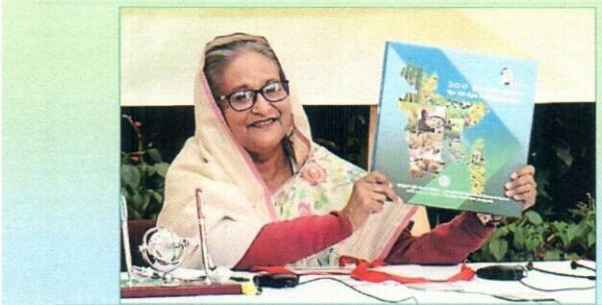

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল কর্তৃক মুজিব শতবর্ষে প্রকাশিত "১০০ কৃষি প্রযুক্তি এটলাস" বইটিতে বিটিআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত "চায়ের আইপিএম প্রযুক্তি" স্থান পেয়েছে যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বইটির মোড়ক উন্মোচন করেছেন।

চা আবাদীতে যে সমস্ত ক্ষতিকারক পোকামাকড় দেখা যায় তন্মধ্যে থ্রিপস পোকা অন্যতম। থ্রিপ্স অতি ক্ষুদ্র বাদামী রংয়ের পোকা। এটি নার্সারী, অপরিনত ও পরিণত চা আবাদীর অন্যতম অনিষ্টকারী কীট। তবে নার্সারী ও স্কিফ এলাকায় আক্রমন বেশী পরিলক্ষিত হয়। আবাদী এলাকায় ছাঁটাই উত্তর নতুন কিশলয়ে আক্রমন পরিলক্ষিত হয়। রস শোষণের ফলে পাতার উপরিভাগের মধ্যশিরার দু'পাশে দুটি লম্বা শোষণ রেখা দেখা যায়।

টেকসই ও নিরাপদ চা উৎপাদনে 'ইয়েলো স্টিকি ট্র্যাপ বা আঠালো হলুদ ফাঁদ'

লক্ষ্যঃ

ভোক্তাদের নিরাপত্তাসহ একটি টেকসই ব্যবস্থাপনা অনুশীলনের মাধ্যমে চা বাগানে সিন্থেটিক কীটনাশকের লোভ কমিয়ে আনা।

উদ্দেশ্যঃ

- বাংলাদেশে টেকসই চা উৎপাদনের জন্য চায়ের প্রধান কীটপতঙ্গ ব্যবস্থাপনার জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ পদ্ধতিতে সব উপযোগী পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করে সমন্বিত কীটপতঙ্গ ব্যবস্থাপনা (IPM) কৌশল তৈরি করা।
- পোকামাকড়ের প্রাকৃতিক শত্রুদের সুরক্ষা সহ একটি স্থায়ী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা এবং পরিবেশকে সুস্থ রাখতে কৃত্রিম কীটনাশকের তুলনামূলক ব্যবহার হ্রাস করা।
- আঠালো হলুদ ফাঁদ ব্যবহারের মাধ্যমে তৈরি চায়ে কীটনাশকের অবশিষ্টাংশের ঝুঁকি হ্রাস করা এবং ভোক্তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

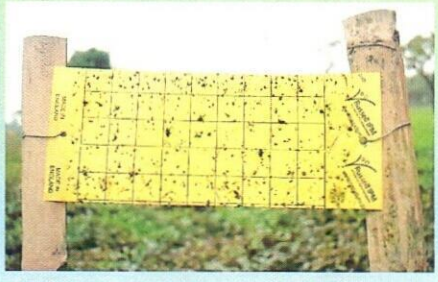

টেকসই ও নিরাপদ চা উৎপাদনে 'ইয়েলো স্টিকি ট্র্যাপ বা আঠালো হলুদ ফাঁদ'

- পোকা দমনে হলুদ ফাঁদ (Yellow Sticky Trap) একটি নিরাপদ,অবিষাক্ত ও পরিবেশ বান্ধব পদ্ধতি বা কৌশল। হলুদ ফাঁদ মূলত বিভিন্ন পোকা বিশেষ করে জাব পোকা, সাদা মাছি ও শোষক পোকা সহ অন্যান্য ছোট পোকা দমনে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া একই সাথে এই ফাঁদ পোকার উপস্থিতি ও পরিমান বুঝতেও সমানভাবে কাজ করে।
- টেকসই ও নিরাপদ চা উৎপাদনের লক্ষ্যে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার আওতায় আঠালো হলুদ ফাঁদ (ইয়েলো স্টিকি ট্রাপ) ব্যবহার করে চায়ের মুখ্য ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন করা যায়। আঠালো হলুদ ফাঁদ একটি সাশ্রয়ী, পরিবেশ বান্ধব ও নিরাপদ জৈব বালাই দমন ব্যবস্থাপনা।
- ইয়েলো স্টিকি ট্র্যাপ বা আঠালো হলুদ ফাঁদ চা বাগানে দীর্ঘমেয়াদী পোকাদমনে সেট করে চায়ের উড়ন্ত কীটপতঙ্গ (ক্যাটারপিলারের মথ, থ্রিপস, জেসিড, এফিড, সাদা মাছি ইত্যাদি) দমন করা যেতে পারে। চায়ের ক্ষতিকর পোকা যেমন- থ্রিপস দমনে হলুদ আঠালো ফাঁদ চা বাগানের আক্রান্ত অংশে স্থাপন করতে হবে। অপরিণত চা বাগানে আঠালো হলুদ ফাঁদ বাঁশের কাঠির উপরে সুরক্ষিত করে চা বাগানের আক্রান্ত সেকশনে ২০ ফুট অন্তর স্থাপন করতে হবে। পরিণত চা বাগানে ছায়াবৃক্ষের কান্ডে আঠালো হলুদ রোল পেঁচিয়ে স্থাপন করতে হবে। কীটপতঙ্গের আক্রমণ মাত্রাভেদে প্রতি ১০০০ বর্গমিটারে ৮-১০টি হলুদ ফাঁদ স্থাপন করতে হবে। আঠালো হলুদ ফাঁদে কয়েক শতাধিক থ্রিপ্সকে আকৃষ্ট করেছে। অর্থাৎ প্রতি হেক্টরে মোট ৮০-১০০টি ফাঁদ প্রয়োজন। ১০০টি আঠালো হলুদ ফাঁদের মূল্য প্রায় ৩,০০০ টাকা।

আঠালো হলুদ ফাঁদ প্রযুক্তির সুবিধা

- ✓ প্রযুক্তিটি পরিবেশবান্ধব, সহজলভ্য, ও সাশ্রয়ী।
- ✓ এ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে চা বাগানে উপকারী পোকামাকড় সংরক্ষণের পাশাপাশি, রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহার কমানো ও তৈরি চায়ে কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ হ্রাস বা নির্মুল করে।
- ✓ চায়ের পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির খরচ কমায় ও পোকামাকড় দমনে কার্যকারিতা বজায় রাখে বা বৃদ্ধি করে।

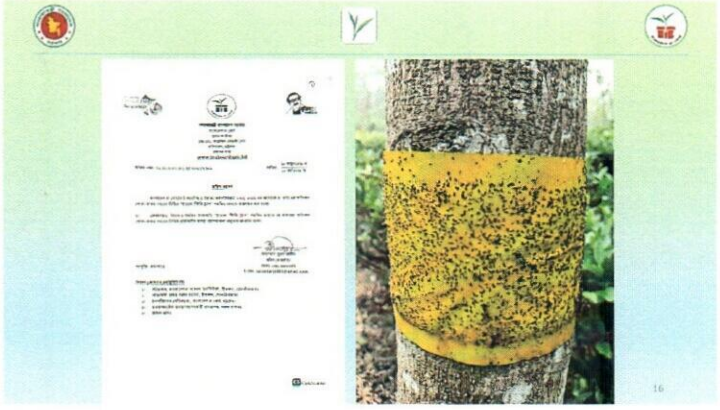

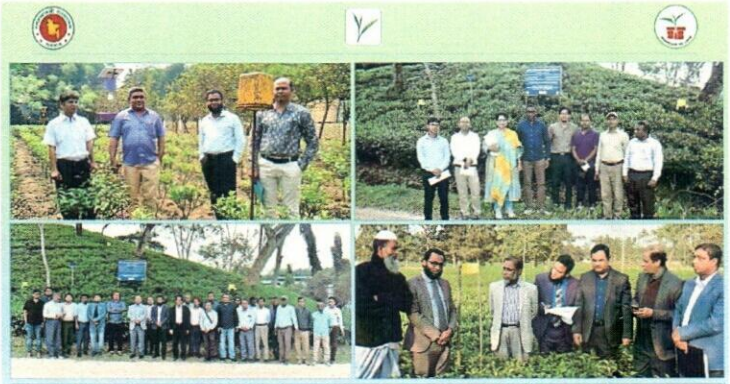

চায়ের পোকামাকড় দমনে 'ইয়েলো স্টিকি ট্র্যাপ' নিয়ে প্রদর্শনী প্লট, ম্যানেজার'স ব্রিফিং ও সরেজমিনে ফিল্ড ডে বা মাঠ দিবস আয়োজন

চায়ের পোকামাকড় দমনে 'ইয়েলো স্টিকি ট্র্যাপ' নিয়ে প্রদর্শনী প্লট, ম্যানেজার'স ব্রিফিং ও সরেজমিনে ফিল্ড ডে বা মাঠ দিবস আয়োজন

চায়ের পোকামাকড় দমনে 'ইয়েলো স্টিকি ট্র্যাপ' নিয়ে প্রদর্শনী প্লট, ম্যানেজার'স ব্রিফিং ও সরেজমিনে ফিল্ড ডে বা মাঠ দিবস আয়োজন

পরবর্তীতে কর্মসূচির প্রধান অতিথি তথা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব এ.এইচ.এম. সফিকুজ্জামান শুরুতেই উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি প্রথমেই চায়ের ইতিহাস সম্পর্কে বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৪ জুন ১৯৫৭ খ্রি. হতে ২৩ অক্টোবর ১৯৫৭ খ্রি. পর্যন্ত প্রথম বাঙালি হিসোবে চা বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত থেকে বাঙালি জাতিকে সম্মানিত করেন। বঙ্গবন্ধু চা বোর্ডের চেয়ারম্যান থাকাকালীন ১১১-১১৩, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকায় সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত ০.৩৭১২ একর ভূমির ওপর চা বোর্ডের প্রধান কার্যালয় নির্মাণ কাজ ত্বরান্বিত হয়। তিনি ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে টি রিসার্চ স্টেশনের গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করে উচ্চ ফলনশীল জাতের (ক্লোন) চা গাছ উদ্ভাবনের নির্দেশনা প্রদান করেন। চায়ের উচ্চফলন নিশ্চিত করতে সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে চট্টগ্রামের কর্ণফুলি এবং শ্রীমঙ্গলস্থ ভাড়াউড়া চা বাগানে উচ্চফলনশীল জাতের চারা রোপণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। তিনি "টি অ্যাক্ট-১৯৫০" সংশোধনের মাধ্যমে চা বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড (সিপিএফ) চালু করেছিলেন যা এখনও চালু রয়েছে।

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় চা বাগানসমূহ প্রায় বিধ্বস্ত হয়ে যায়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই শিল্পকে টেকসই খাতের উপর দাঁড় করানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি স্বাধীনতার পর "বাংলাদেশ টি ইন্ডাস্ট্রিজ ম্যানেজমেন্ট কমিটি (BTIMC)" গঠন করে যুদ্ধোত্তর মালিকানাবিহীন/পরিত্যক্ত চা বাগান পুনর্বাসন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ধ্বংসপ্রাপ্ত চা কারখানাগুলো পুনর্বাসনের জন্য "ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া" থেকে ঋণ গ্রহণ করত: চা শিল্পের যন্ত্রপাতি আমদানির ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। চা শিল্পের অস্তিত্ব রক্ষায় বঙ্গবন্ধুর সরকার চা উৎপাদনকারীদের নগদ ভর্তুকি প্রদান করার পাশাপাশি ভর্তুকি মূল্যে সার সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। তিনি চা শ্রমিকদের শ্রমকল্যাণ নিশ্চিত করেন; যেমন-বিনামূল্যে বাসস্থান, সুফেয় পানি, বেবি কেয়ার সেন্টার, প্রাথমিক শিক্ষা এবং রেশন প্রাপ্তি নিশ্চিত করেন। তিনি ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ টি রিসার্চ স্টেশনকে পূর্ণাঙ্গ চা গবেষণা ইনস্টিটিউটে উন্নীত করেন। বর্তমানে তা বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (BTRI) নামে পরিচিত।

তিনি আরোও বলেন, দেশের উত্তর জনপদের পঞ্চগড়ে চা চাষে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। এতে করে উত্তরের জনপদটি যেমন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মকান্ডে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে তেমনি এই অঞ্চলটি অর্থনৈতিকভাবে অন্যতম চালিকা শক্তিতেও রুপান্তরিত হয়েছে। এছাড়া বর্তমান সরকার চা শিল্পের উন্নয়নে "উন্নয়নের পথনকশা: বাংলাদেশ চা শিল্প" শিরোনামে একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে যা আগামীতে দেশের চা শিল্পকে আরও এগিয়ে নিতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে চা উৎপাদনের হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ শিল্পকে সঠিকভাবে তদারকি করতে পারলে দেশের জাতীয় অর্থনীতি আরো দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাবে সামনের দিকে। বর্তমানে আমাদের দেশে যে পরিমাণ চা উৎপাদন হয় তার বিশেষ একটি অংশ উত্তরবঙ্গ থেকে আসে। এতে করে আমাদের অর্থনীতির চাকা সচল হচ্ছে। অপরদিকে শিল্পের কারণে দেশের বেকার সমস্যার কিছুটা লাঘব হচ্ছে। এবারের মৌসুম শেষে উত্তরবঙ্গে চা উৎপাদনে সর্বোচ্চ রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। চলতি বছরে উত্তরবঙ্গের চায়ের বাম্পার উৎপাদন হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও অধিক। চায়ের হারানো গৌরব ও ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে কাজ করছে বর্তমান সরকার। ভবিষ্যতে চা শিল্পের বিকাশ এবং রফতানি বাড়াতে সরকার ইতোমধ্যে উন্নয়নের একটি পথ-নকশা তৈরি করে তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বাংলাদেশের চা শিল্পকে আরো এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। চা-শিল্পের হারানো ঐতিহ্য ফিরে পাবে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারিভাবেও এর চাষাবাদ বাড়ানোর জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। দেশে চা-চাষের পরিমাণ বাড়লে একদিকে যেমন আমাদের দেশের জাতীয় অর্থনীতির চাকা সচল হবে, অপরদিকে বেকার লোকের সংখ্যাও দিন দিন কমে আসবে। তবে চা চাষের ক্ষেত্রে এর গুণগতমান বজায় রেখেই উৎপাদন বাড়াতে হবে। প্রয়োজনে চাষিদের সরকারিভাবে স্বল্প সুদে ব্যাংক থেকে ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। বিশ্বের সর্বোৎকৃষ্ঠ নির্ভেজাল ও নিরাপদ পানীয় এ চায়ের চাষ বৃদ্ধির জন্য সরকারি ও বেসরকারিভাবে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালাতে হবে।

মহাপরিচালক মহোদয় বলেন, সরকারি কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নাগারক সেবা সহজীকরণ ও সুশাসন সুসংহতকরণে উদ্ভাবন চর্চার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর অনেক দেশেই সরকারি সেবা প্রক্রিয়াকে সহজতর ও জনবান্ধব করার লক্ষ্যে উদ্ভাবন কার্যক্রম বিকাশের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উদ্ভাবন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

এ পর্যায়ে অধিদপ্তরের বর্তমান প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন, ভোক্তা-স্বার্থ সংরক্ষণের পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সংরক্ষণেও কাজ করে অধিদপ্তর; ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইনের উদ্দেশ্য হলো মূলত ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, ভোক্তা- অধিকার বিরোধী কার্য প্রতিরোধ, ভোক্তা-অধিকার লঙ্ঘনজনিত বিরোধ নিষ্পত্তি, নিরাপদ পণ্য ও সঠিক সেবা নিশ্চিতকরণ, ক্ষতিগ্রস্ত ভোক্তাকে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা, পণ্য ও সেবা ক্রয়ে প্রতারণা রোধ এবং গণসচেতনতা সৃষ্টি করা। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হচ্ছে মানুষকে সচেতন করা যা ছাড়া ১৮ কোটি ভোক্তার অধিকারগুলো সাধারণ জনগণের কাছে পৌঁছাবে না; আর তাই অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে প্রচারণার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ, ওয়েব সাইট, অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল।

তিনি ভোক্তার স্বার্থ ক্ষুণ্ন হওয়ার বিভিন্ন উদাহরণ তুলে ধরেন। এ সময় তিনি বলেন, ভোক্তারা প্রতারিত হতে হতে এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে এখন অধিকার যে খর্ব হচ্ছে সেটিই আর বুঝতে পারেন না। কোনো সেবা নিলে উচ্চহারে মূল্য দিতে হচ্ছে। কাপড়ের পরিমাপে কারচুপি, কাপড়ের দামের স্টিকার পরিবর্তন করে নতুন বেশি মূল্যের স্টিকার বসিয়ে ডিসকাউন্ট দেয়া দেশীয় বড় বড় কোম্পানীর প্রতারণা, ওয়াসা, ডেসকো, তিতাস ইত্যাদি থেকেও মানুষ যথাযথ সেবা পাচ্ছেনা। তিনি আরও উল্লেখ করে বলেন, পানির মান ভাল না , গ্যাসের চাপ কম থাকে, বিদ্যুতে লোডশেডিং, ফ্ল্যাট ব্যবসায় প্রতারণা হচ্ছে এক কথায় যেখানেই হাত দেয়া হচ্ছে সেখানেই অনিয়ম পাওয়া যাচ্ছে। তিনি আরোও বলেন, দেশের বিভিন্ন রোগীর ও ডাক্তারদের মধ্যে বিভিন্ন অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়। এজন্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা বিভিন্ন হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে রি-এজেন্ট সহ বিভিন্ন স্যাম্পলের মেয়াদসহ বিভিন্ন সার্ভিসের দাম তদারকি করছে। এছাড়া দেশের পর্যটন কেন্দ্রে ভোক্তাদের হয়রানির বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। এছাড়াও তিনি আরোও বলেন, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অনৈতিকভাবে ফি আদায় করা যা খুবই দুঃখজনক।

সভার এক পর্যায়ে তিনি অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন গৃহীত কার্যক্রমের বিষয়ে আলোকপাত করেন যেমন:

১। নিত্য পণ্যদ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্য নিয়ন্ত্রণে অধিদপ্তর কর্তৃক ৪৫ টি বাজার মনিটরিং টিম প্রতিদিন মাঠে কাজ করে যাচ্ছে।

২। ভোক্তাগণের নিকট হতে বিভিন্ন ধরনের অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তির মাধ্যমে জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয় এবং আরোপিত জরিমানার ২৫% অভিযোগকারীগণকে প্রদান করা হচ্ছে। ই-প্রণোদনা সেবা চালুকরণের মাধ্যমে অভিযোগকারীর লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত প্রণোদনা দ্রুত প্রদান সম্ভব হচ্ছে।

৩। ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন এবং নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক ও মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে মতবিনিময়/সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করা হচ্ছে। এছাড়াও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় যথা জাহাঙ্গীরনগর, গণ-বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা রিপোটার্স ইউনিট, জাতীয় মহিলা সংস্থা, ইকোনোমিক রিপোটার্স ফোরাম, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন সংস্থায় অধিদপ্তরের প্রচারণামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

৪। জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দেশব্যাপী ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ফার্মেসী, ক্লিনিক ও হাসপাতালে তদারকি/অভিযান কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বিশেষ করে জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ মেয়াদ উত্তীর্ণ রি-এজেন্ট এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ এর ক্ষেত্রে কঠোরভাবে বাজার অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।

এক পর্যায়ে বর্তমান বাজার ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে বলেন, নিত্য পণ্যদ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্য নিয়ন্ত্রণে অধিদপ্তর কর্তৃক ৪৫ টি বাজার মনিটরিং টিম প্রতিদিন মাঠে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি আরোও বলেন, ভোজ্যতেলের সংকট নিয়ে মহাপরিচালক বলেন, তথ্য অনুযায়ী তেলের সংকট হওয়ার কথা না কিন্তু সংকট হয়েছে, কোম্পানীগুলো উৎপাদন কমিয়েছে এক কথায় বাজারে বাজারে এক ধরনের মনোপলি বা সিন্ডিকেট হয়ে গেছে। সরকার চায় পণ্যের সরবরাহ ঠিক রাখতে। **সেই প্রেক্ষিতে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বেশকিছু কার্যক্রম গ্রহণ করেছে যেমন:**

১। ভোজ্যতেল বিক্রয়ে নিয়মবহির্ভূতভাবে শর্তারোপের বিষয়টি তদারকির অনুরোধ জেলা প্রশাসক, সভাপতি, এফবিসিসিআই, সভাপতি বাজার ব্যবসায়ী সমিতি বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

২। সরবরাহ আদেশে (S.O) একক মূল্য (Unit Price) উল্লেখ বিষয়ে ডিলার/মিল মালিক কর্তৃপক্ষকে পত্র প্রেরণ করা হয়।

৩। পাকা রসিদ (ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সুস্পষ্ট নাম ঠিকানাসহ মুদ্রিত রসিদ) প্রদান বিষয়ে জেলা প্রশাসক, সভাপতি, এফবিসিসিআই, সভাপতি বাজার ব্যবসায়ী সমিতি সকলপত্র প্রেরণ করা হয়।

৪। ভোজ্যতেল পরিবহনে হয়রানি ও চাঁদাবাজি প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত জেলা প্রশাসক নারায়ণগঞ্জকে পত্র প্রেরণ করা হয়।

৫। সম্প্রতি ভোজ্যতেলের মূল্য ও সরবরাহ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক সিটি গ্রুপ, টিকে গ্রুপ ও বাংলাদেশ এডিবল অয়েল লি: এস. আলম গ্রুপ এ তদারকি কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

<u>এছাড়াও ভোক্তাদের স্বার্থে আইনের ব্যাপক প্রচার প্রচারণার জন্য আরোও কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ অধিদপ্তর কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে যা নিম্নে তুলে ধরা হলো:</u>

১। ই-কর্মাসের বিষয়টি আইনের খসড়া সংশোধনীতে আনা হয়েছে যা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;
২। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, গণবিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, শেরে-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভারসিটি, নর্থ সাউথ ইউনিভারসিটিসহ বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সেমিনার আয়োজন করা হচ্ছে;
৩। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যবসায়ীগণের সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হচ্ছে;
৪। বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যবৃন্দদের সাথে সভার আয়োজন করা হচ্ছে;
৫। বিভিন্ন মিল বা কলকারখানার মালিকসহ রড, সিমেন্টের প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সাথে সভার আয়োজনও করা হচ্ছে;
৬। ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ অনুযায়ী নতুন নতুন সেক্টরে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে;
৭। অধিদপ্তরের কার্যক্রম ডিজিটালাইজড করার জন্য ওয়েববেজ কাজ করার সক্ষমতা তৈরির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে;
৮। অধিদপ্তরের নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেল প্রস্তুত করা হয়েছে খোনে বর্তমান ফলোয়ারস এগারো লক্ষের বেশি;
৯। ভোক্তাগণের অভিযোগ দায়েরের একটি সহজ ও সাবলীল পদ্ধতির জন্য 'সিসিএমএস' (CCMS) শীর্ষক ওয়েবপোর্টাল এবং সফটওয়্যার উদ্বোধন করা হয়;
১০। বিভিন্ন ফল ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়;
১১। অধিদপ্তরের ই-কর্মাসের মামলাগুলোর জন্য SOP করা হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এ অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রতারিত ভোক্তাগণকে ১২ কোটি টাকা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা অব্যাহত আছে।

অতঃপর অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট ও চা বোর্ডের এর কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে উদ্দেশ্য করে কিছু সুপারিশ / নির্দেশনা প্রদান করেন যা নিম্নে উল্লখ করা হলো:

১। চায়ের গুরুত্বকে কেন্দ্র করে চা কে Essential commodity Act এর আওতায় অর্ন্তভুক্ত করা প্রয়োজন;

২। চা গবেষণার জন্য Institutional Arrangement প্রয়োজন যেখানে শুধু চা নিয়ে গবেষণা হবে ব্যাপক আকারে ফলে চা-শিল্পের উন্নয়ন করা সম্ভব;আর এর জন্য স্পেশালাইজেশন দরকার;

৩। পরিবেশবান্ধব চা শিল্পে pesticide এর ব্যবহার কমাতে হবে, চায়ের production cost কমাতে হবে যাতে করে গুণগত মান সম্পন্ন চা উৎপাদিত হয় ও বৈদেশিক মুনাফা অর্জন করা যায়;

৪। ভেজাল চা উৎপাদনকারীদের সনাক্তকরণ করতে হবে;

৫। সুনামধন্য চা কোম্পানী মালিকদের সাথে ভোক্তা- অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা একটি সভা/ সেমিনারের ব্যবস্থা করা;ফলে উভয়ে আমরা একযোগে কাজ করতে পাবো এবং দেশের মানুষের কাছে ভালো মানের চা উপহার দিবো;

৬। বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট ও চা বোর্ড একসাথে যেসব কার্যক্রম করেন তা দেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য ডিজিটাল প্লাটফর্মকে ব্যবহার করে প্রচার প্রচারণার ব্যবস্থা করা;

সভায় বিশেষ অতিথি জনাব ড. এ কে এম রফিকুল হক, পরিচালক (প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট) বাংলাদেশ চা বোর্ড, শ্রীমঙ্গল প্রথমেই এমন প্রাণবন্ত আয়োজনের জন্য ভোক্তা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানান। তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করে বলেন, ভোক্তা-অধিকার আইনটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং আমরা প্রতিনিয়তই কোন না কোনভাবে প্রতারিত হচ্ছি; আর এই জনবান্ধব অধিদপ্তরটি আমাদের হয়েই কাজ করে যাচ্ছে সারা বাংলাদেশে এবং আমরা আইনটিতে আমরা আমাদের অধিকার সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছি যা আমাদের প্রত্যেকটি মানুষের জন্য অত্যন্ত শিক্ষণীয়। তিনি বলেন, বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাংলাদেশ চা বোর্ডের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীলতা ও গুণগতমান বৃদ্ধি, চা শিল্পের উন্নয়ন ও উৎকর্ষের বিজ্ঞান ভিত্তিক পরামর্শ ও সহায়তা দান এবং গবেষণা লব্ধ প্রযুক্ত চা শিল্পের বিস্তার করায় এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। বর্তমানে ইনস্টিটিউট ১২টি কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত। বর্তমানে ০৮ টি গবেষণা বিভাগের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানটি গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এ যাবৎ উচ্চ ফলনশীল ও আকর্ষণীয় গুণগতমান সম্পন্ন ২৩ টি; ও ৫ টি বীজজাত উদ্ভাবন করেছে এ প্রতিষ্ঠানটি। অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের পক্ষ থেকে আয়োজিত সেমিনারের মাধ্যমে আমাদের চলার পথ আরও সুগম হলো। পরবর্তীতে আমরা সবাই উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান চা শিল্পের বিস্তার ও বাস্তবায়নে চা শিল্পের অগ্রগতি ও উন্নয়নে প্রবহমান অবদান রাখতে একযোগে কাজ করে দেশের চা শিল্পকে এগিয়ে নিতে সচেষ্ট থাকবো। পরিশেষে, তিনি অধিদপ্তরের বর্তমান বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রশংসা করে বলেন অধিদপ্তরের ডাইনামিক কর্মকর্তাদের মাধ্যমেই নিজেদের অধিকার বাস্তবায়ন হবে এবং আমরা সকলে সমন্বয় করে একসাথে কাজ করে যাবো এ আশা ব্যক্ত করে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

অতঃপর জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ বাস্তবায়িত প্রকল্পটি পরিদর্শন করেন।

বাস্তবায়িত প্রকল্পটি পরিদর্শন শেষে মহাপরিচালক বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট ও চা বোর্ড এর কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, চা শিল্পে আপনাদের অবদান অপরিসীম এবং এখনো চা শিল্পে আরও অনেক কাজ করার সুযোগ রয়েছে যা পরবর্তীতে আপনাদের মাধ্যমেই সফল হবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন। আবারো মহাপরিচালক মহোদয় সভার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে আয়োজিত সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

০২। অপরদিকে, গত ০৭ মে ২০২৩ তারিখ সকাল ০৯ :০০ টায় দি প্যালেস লাক্সারী রিসোর্ট, হবিগঞ্জ এ জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী প্রকল্প ইয়োলো স্টিকি ট্র্যাপ এর উপর নলেজ শেয়ারিং কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সভার শুরুতেই উপস্থিত সকলকেই ধন্যবাদ জানিয়ে বাস্তবায়িত প্রকল্পটির ওপর নলেজ শেয়ারিং কার্যক্রম শুরু করেন। পরবর্তীতে মহাপরিচালক মহোদয় নিম্নোক্ত পরামর্শ প্রদান করেন:

- কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাথে বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠী জড়িত থাকে। যাদেরকে স্টেকহোল্ডার বা অংশীজন বলা হয়। নানাভাবে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রভাবিত হয়। তাই কর্মকর্তাদের অংশীজনদের সাথে কার্যকর যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। অংশীজনদের মধ্যে কারা অধিক আগ্রহী ও প্রভাব বিস্তারকারী তাদেরকেও বাছাই করতে হবে। প্রয়োজনে তাদের সাথে ব্যক্তিগত বা দাপ্তরিকভাবে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে। সুতরাং দলীয় উদ্যোগ, পার্টনারশীপে কর্মকর্তাগণের আগ্রহ থাকতে হবে।
- কোন কর্মকর্তা কোন কাজটি করবেন, কবে নাগাদ শেষ করবেন, কিভাবে করবেন তা নির্ধারণ করে টিম লিডার কর্মকর্তা কর্মবন্টন করে দিবেন।
- উদ্ভাবনী উদ্যোগকে জনগণের নিকট পরিচিত করাতে হবে অর্থাৎ উদ্ভাবনের বিষয়টি তাদেরকে ভালভাবে অবহিত করাতে হবে।
- অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর/সংস্থা এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গঠিত ইনোভেশন টিমের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন করতে হবে।
- সৃজনশীলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে হবে।
- সর্বশেষ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কিত জ্ঞান থাকতে হবে।
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করা যেতে পারে; তবে অবশ্যই সরকারী কর্মকর্তাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।
- দেশে প্রচলিত উদ্ভাবন সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে।
- সর্বোপরি কর্মকর্তাগণের ইতিবাচক মানসিকতা থাকতে হবে, উদ্দেশ্য পূরণে দৃঢ় মনোবল থাকতে হবে।

অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা যেহেতু নিজ অধিক্ষেত্রে নতুন বা পরিবর্তিত অবস্থার সৃষ্টি হয় যা পূর্বে কখনো প্রয়োগ বা চর্চা করা হয়নি তাই এক্ষেত্রে ব্যর্থতা এবং সফলতার সমান সুযোগ রয়েছে। তাই উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ঝুঁকি মোকাবেলার মানসিকতা থাকতে হবে। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ সনাক্ত করা, বিশ্লেষণ এবং প্রশমনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। সেবা গ্রহীতার প্রকৃত অবস্থা অনুধাবনে সহমর্মীতা (Empathy) থাকতে হবে। অতঃপর অধিদপ্তরের সভাপতি সমাপনী অনুষ্ঠানে আগামী বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার আওতায় অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত একটি উদ্ভাবন কার্যক্রম ডিজিটাল প্লাটফরম ব্যবহার করে ভোক্তাগণ যেন সহজে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন এবং দ্রুত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তি করা যায় সেই লক্ষে 'সিসিএমএস' (Consumer Complaint Management System) শীর্ষক ওয়েব পোর্টাল এবং সফটওয়্যারটির বাস্তবায়নের জন্য সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিক সেবাসমূহকে আরও জনবান্ধব করার জন্য সকল কর্মকর্তার প্রতি আহবান এবং অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এ নলেজ শেয়ারিং কর্মসূচির সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৪/০৫/২০২৩
রজবী নাহার রজনী
সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)

২৪/০৫/২০২৩
আতিয়া সুলতানা
উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ ও প্রচার)

উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শন

উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শন

WELCOME
Dr. Md. Ismail Hossain

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা
২০২২-২০২৩ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা কার্যক্রম এর আলোকে বাস্তবায়িত পরিদর্শনকৃত একটি
উদ্ভাবনী উদ্যোগের উপর নলেজ শেয়ারিং কর্মসূচি
তারিখ: ০৭ মে ২০২৩ খ্রি.
স্থান: দ্যা প্যালেস লাক্সারি রিসোর্ট, হবিগঞ্জ
জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
facebook.com/dncrp
VoktaOdhikarDNCRP
স্বাগতম
জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর

THE PALACE